

দুর্নীতি দমন কমিশন এর তফসিলভুক্ত অপরাধসমূহ

- দণ্ডবিধি (Penal Code) ১৮৬০ এর অধীন নিম্নোক্ত অপরাধসমূহ যেমন:
 - সরকারি কর্তব্য পালনের সময় সরকারি কর্মচারী/ ব্যাংকার/সরকার কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত যে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক ঘুস/ উপটোকন দেয়া-নেয়া, প্রভাবিত করা, সহায়তা করা, বিনামূল্যে মূল্যবান বস্তু গ্রহণ ইত্যাদি (দণ্ডবিধির ধারা - ১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫-খ);
 - কোন ব্যক্তির ক্ষতি সাধনকল্পে সরকারি কর্মচারী কর্তৃক আইন অমান্যকরণ (দণ্ডবিধির ধারা - ১৬৬);
 - ক্ষতি সাধনকল্পে সরকারি কর্মচারী কর্তৃক কোন অশুদ্ধ দলিল প্রনয়ন (দণ্ডবিধির ধারা - ১৬৭);
 - সরকারি কর্মচারী কর্তৃক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে ব্যবসা/বাণিজ্য পরিচালনা (দণ্ডবিধির ধারা - ১৬৮);
 - সরকারি কর্মচারী কর্তৃক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে সম্পত্তি ক্রয় বা নিলামে দর হাঁকা (দণ্ডবিধির ধারা - ১৬৯);
 - সরকারি কর্মচারী বা ব্যাংকার বণিক বা প্রতিভূ কর্তৃক অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গকরণ বা সরকারি অর্থ/সম্পত্তি আত্মসাৎ বা ক্ষতিসাধন (দণ্ডবিধির ধারা - ৪০৯);
 - সরকারি কর্মচারী/ব্যাংকার কর্তৃক দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনকালে প্রতারণা ও জাল-জালিয়াতি (দণ্ডবিধির ধারা - ৪২০, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৭১ ও ৪৭৭-ক);
 - সরকারি কর্মচারী কর্তৃক জ্ঞাতসারে কোনো অপরাধীকে শাস্তি থেকে রক্ষার প্রচেষ্টা (দণ্ডবিধির ধারা - ২১৭);
 - কোন ব্যক্তিকে শাস্তি হতে বা কোন সম্পত্তিকে বাজেয়াপ্তি হতে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে সরকারী কর্মচারী কর্তৃক আইনের নির্দেশ অমান্যকরণ বা ভুল রেকর্ড বা লিপি প্রস্তুতকরণ (দণ্ডবিধির ধারা - ২১৮);
 - দুষ্কর্মে সহায়তার ফলে সহায়তাকৃত কর্মটি সম্পাদিত হওয়ার বেলায় এবং উহার শাস্তি বিধানার্থে কোন স্পষ্ট বিধান না থাকার বেলায় দুষ্কর্মে সহায়তা (দণ্ডবিধির ধারা ১০৯);
 - অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র (দণ্ডবিধির ধারা ১২০-খ);
 - যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা কারাদন্ডের দণ্ডনীয় অপরাধসমূহ সংঘটনের উদ্যোগ (দণ্ডবিধির ধারা-৫১১)।
- মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর অধীন সংঘটিত ‘দুর্নীতি ও ঘুস’ সংক্রান্ত সম্পৃক্ত অপরাধ (predicate offense);
- দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ (১৯৪৭ সনের ২ নং আইন) এর অধীন অপরাধসমূহ, উল্লেখযোগ্য: অপরাধমূলক অসদাচরণ: (ঘুস দেয়া-নেয়া, সম্পত্তি আত্মসাৎ, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং জ্ঞাত আয়ের সাথে সংগতিবিহীন সম্পদ অর্জন ইত্যাদি);
- দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর অধীন তফসিলভুক্ত অপরাধঃ
 - ধারা ১৯ (৩)- কমিশন হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কার্যকর্তাকে ধারা ১৯ (১) এর অধীন ক্ষমতা প্রয়োগে বাধা প্রদান করলে অথবা প্রদত্ত নির্দেশ অমান্য করলে তা দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে।
 - ধারা ২৬ (২)- কমিশন হতে সহায় সম্পত্তির ঘোষণা পাওয়ার পরে ভিত্তিহীন বা মিথ্যা তথ্য প্রদান করলে তা দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে।
 - ধারা ২৭ (১)- কোন ব্যক্তি জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদের মালিকানা অর্জন করলে বা দখলে রাখলে তা দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে।
 - ধারা ২৮ (গ)- মিথ্যা জেনে বা তথ্যের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে ভিত্তিহীন তথ্য প্রদান করলে তা দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে।

কোথায় অভিযোগ করবেন:

- কমিশনের ই-মেইল (chairman@acc.org.bd);
- কমিশনের ভেরিফাইড ফেসবুক পেইজ ([Anti-Corruption Commission - Bangladesh](https://www.facebook.com/Anti-Corruption-Commission-Bangladesh));
- যে কোনো টেলিফোন বা মোবাইল নম্বর থেকে দুদক অভিযোগ কেন্দ্রের হটলাইন ১০৬ (টোল ফ্রি) এ টেলিফোনের মাধ্যমে;
- এছাড়া লিখিতভাবে কমিশনের ‘চেয়ারম্যান/কমিশনার বরাবরে দুদক, প্রধান কার্যালয়, ১ সেগুনবাগিচা, ঢাকা’র ঠিকানায় অথবা ৮ টি বিভাগীয় কার্যালয়ে (অপরাধটি যে বিভাগের অধীন সংঘটিত) ‘বিভাগীয় পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, বিভাগীয় কার্যালয় ঢাকা/চট্টগ্রাম/রংপুর/ময়মনসিংহ/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট’ বরাবরে; অথবা
- কমিশনের ৩৬ টি সমন্বিত জেলা/জেলা কার্যালয়ের (অপরাধটি যে সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের অধীন সংঘটিত) ‘উপপরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা/জেলা কার্যালয়, ঢাকা-১/ঢাকা-২/টাঙ্গাইল/ফরিদপুর/ময়মনসিংহ/ চট্টগ্রাম-১/চট্টগ্রাম-২/রাঙ্গামাটি/কুমিল্লা/নোয়াখালী/রাজশাহী/বগুড়া/পাবনা/রংপুর/দিনাজপুর/খুলনা/কুষ্টিয়া/যশোর/ বরিশাল/পটুয়াখালী/সিলেট/হবিগঞ্জ/কক্সবাজার/মাদারীপুর/গাজীপুর/নারায়নগঞ্জ/গোপালগঞ্জ/কিশোরগঞ্জ/জামালপুর/পিরোজপুর/চাঁদপুর/বাগেরহাট/ঝিনাইদহ/নওগাঁ/ঠাকুরগাঁও/কুড়িগ্রাম’ বরাবরে অভিযোগ দায়ের করার সুযোগ রয়েছে।

কমিশনের তফসিলভুক্ত নয় এমন অপরাধসমূহ:

অপরাধ	কোথায় অভিযোগ করবেন
➤ ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রতারণা, জালিয়াতি ও অর্থ বা সম্পত্তি আত্মসাৎ; ➤ নারী নির্যাতন; ➤ যৌতুক প্রদান বা গ্রহণ; ➤ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর অধীন সংঘটিত ‘দুর্নীতি ও ঘুষ’ সংক্রান্ত সম্পৃক্ত অপরাধ (predicate offense) ব্যতীত নিম্নোক্ত অপরাধসমূহঃ - মুদ্রা জালকরণ; - দলিল দস্তাবেজ জালকরণ; - চাঁদাবাজি; - প্রতারণা; - জালিয়াতি; - অবৈধ অস্ত্রের ব্যবসা; - অবৈধ মাদক ও নেশা জাতীয় দ্রব্যের ব্যবসা; - চোরাই ও অন্যান্য দ্রব্যের অবৈধ ব্যবসা; - অপহরণ, অবৈধভাবে আটকাইয়া রাখা ও পণবন্দী করা; - খুন, মারাত্মক শারীরিক ক্ষতি; - নারী ও শিশু পাচার; - চোরাকারবার ; - দেশী ও বিদেশী মুদ্রা পাচার; - চুরি বা ডাকাতি বা দস্যুতা বা জলদস্যুতা বা বিমান দস্যুতা; - মানব পাচার বা কোন ব্যক্তিকে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মিথ্যা আশ্বাস প্রদান করিয়া কোন অর্থ বা মূল্যবান দ্রব্য গ্রহণ করা বা করিবার চেষ্টা;] - যৌতুক; - চোরাচালানী ও শুল্ক সংক্রান্ত অপরাধ; - কর সংক্রান্ত অপরাধ; - মেধাস্বত্ব লংঘন; - সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থ যোগান; - ভেজাল বা স্বত্ব লংঘন করে পণ্য উৎপাদন; - পরিবেশগত অপরাধ; - যৌন নিপীড়ন (Sexual Exploitation) ; - পুঁজি বাজার সম্পর্কিত মূল্য সংবেদনশীল তথ্য জনসম্মুখে প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে তাহার কাজে লাগাইয়া শেয়ার লেনদেনের মাধ্যমে বাজার সুবিধা গ্রহণ ও ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধার লক্ষ্যে বাজার নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা (Insider Trading & Market Manipulation) ; - সংঘবদ্ধ অপরাধ (Organized Crime) বা সংঘবদ্ধ অপরাধী দলে অংশগ্রহণ; - ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্থ আদায়;	সংশ্লিষ্ট থানা / বিজ্ঞ আদালত/ জেলা লিগ্যাল এইড অফিস